বিশ্বকাপের জোয়ারে নাটক সিনেমায় মন্দা হাওয়া

বিনোদন

স্বাধীনতার পর যে কয়টি আঙিনায় বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সারাবিশ্বের বিস্ময় হয়ে তার মধ্যে ক্রিকেট অন্যতম। নানা মত ও আদর্শের মানুষগুলো কেবল মাশরাফি বাহিনীদের ক্রিকেট ম্যাচের দিনই এক হয়ে যায় বিজয়ের প্রার্থনায়। বিশ্বকাপ মানেই তো ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে মহাআনন্দের মঞ্চ। বিশ্বসেরা হওয়ার লড়াইয়ে যখন মাঠে থাকবে বাংলাদেশ ১৭ কোটি মানুষের দৃষ্টি তেমনি উত্তেজনা ছড়িয়ে ৩০ মে থেকে শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের বিশ্বকাপের দ্বাদশ আয়োজন। এবার ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ১০টি দল অংশগ্রহণ করবে। সেখানে অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে যোগ দেবে তামিম-সাকিবরা। এরই মধ্যে বিশ্বকাপজ্বরে কাঁপতে শুরু করেছে লাল-সবুজের বাংলাদেশ। তারই প্রভাব দেখা যাচ্ছে ঈদকে ঘিরে টিভি চ্যানেলগুলোর আয়োজনে। বলা চলে মন্দ প্রভাব। আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রভাব পড়বে ঈদের সিনেমায়ও। লিখেছেন **লিমন আহমেদ—**

প্রতি বছরের ঈদ উদযাপনকে কেন্দ্র করে রমরমা হয়ে উঠে বিভিন্ন শুটিং হাউজ ও শুটিং স্পট। তুমুল ব্যস্ততায় সময় পার করেন নানা বয়সী তারকারা। পরিচালকদের মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে হয় তারকাদের শিডিউল পাওয়ার জন্য। টিভি চ্যানেলগুলোকে হিমশিম খেতে হয় অনুষ্ঠানের শিডিউল সাজাতে গিয়ে। সাধারণত সপ্তাহব্যাপী আয়োজন সাজানো হয় দেশীয় টিভি চ্যানেলগুলোতে। কেউ কেউ ১০ দিনেরও আয়োজন নিয়ে হাজির হয়। এই আয়োজনের আওতায় সব চ্যানেল মিলিয়ে প্রচার হয় প্রায় চার থেকে পাঁচশ নাটক-টেলিফিল্ম। প্রচার হয় অনেক রকমের সংগীতানুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, তারকাদের নিয়ে আড্ডা ও নানা রকম শো। পর্যাপ্ত অনুষ্ঠানের জোগান পেতে টিভি চ্যানেলগুলো নানা এজেন্সিগুলোতেও ধরনা দেয়। আবার এতসব নাটক-অনুষ্ঠান হাতে নিয়েও অনেক সময় দেখা যায়, সময়ের অভাবে কিছু বাদ দিতে বাধ্য হন চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু এবারের চিত্রটা ভিন্ন। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে নেই উল্লেখ করার মতো তেমন ব্যস্ততা। সরেজমিনে দেখা গেছে খ্যাতনামা প্রোডাকশন হাউসগুলো অন্যবারের তুলনায় অতোটা সরব নয়। এজেন্সিগুলোতেও নেই তেমন উত্তেজনা। রাত-দিন এক করে কাজ করা অভিনেতা-

নির্মাতাদের সংখ্যাও এবার কম। জাহিদ হাসান, মোশাররফ করিম, নুসরাত ইমরোজ তিশা, অপূর্ব, মেহজাবিন, আফরান নিশো, আখম হাসান, চঞ্চল চৌধুরীদেরই সবচেয়ে বেশি নাটকে দেখা যাবে। তবে সেটাও গেল কয়েক বছরের তুলনায় কম। কেন? কারণ হিসেবে উঠে এলো ক্রিকেট বিশ্বকাপ। একাধিক তারকা অভিনয়শিল্পীই দাবি করেছেন, ঈদ উৎসব আর বিশ্বকাপ এবার একসঙ্গে চলবে। ফলে চ্যানেল মালিকরা নাটকের প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তারা বিশ্বকাপ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। ঈদের জন্য বাড়তি লগ্নি করে এক্সক্লুসিভ নাটক-টেলিছবি কিনতে হয়। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রভাবে সেগুলোর জন্য পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন মিলছে না।

বড় মাপের বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বকাপ প্রচার করা চ্যানেলগুলোর প্রতিই মনোযোগ দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি যারা টিভি নাটকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করতে আসছেন তারা এবার বাজেট কমিয়ে দিয়েছেন। ঈদের জন্য স্বাভাবিকভাবে একটু বাড়তি খরচ করে ভালো কিছু তৈরির চেষ্টা চলে। কিন্তু সে অনুযায়ী অর্থ ফেরতের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না টিভি চ্যানেলগুলো। বিজ্ঞাপনদাতারা ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময়টাকে ঝুঁকিপূর্ণ দাবি করে বিজ্ঞাপনের মূল্য কমিয়ে আনছেন। এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে টিভি অনুষ্ঠানে। শোনা যাচ্ছে, অনেক নির্মাতা লগ্নির টাকা উঠাতে না পারায় নাটক বিক্রি থেকে বিরত রয়েছেন। তারা কোরবানি ঈদের জন্য সেগুলো জমিয়ে রেখেছেন।

অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতারা ঠিকই অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। অনেক প্রযোজক এই ঈদে তাদের নাটক-টেলিছবি বা অনুষ্ঠান বিক্রি না করলেও সেটা তারা জমিয়ে রাখতে পেরেছেন। বিশ্বকাপের প্রভাব থামলেই সেগুলো ভালো দামে বাজারে ছাড়বেন। বিজ্ঞাপনদাতারা বিশ্বকাপে বিজ্ঞাপন না দিতে পারলেও এর প্রভাবকে ব্যবহার করে কম রেটে বিজ্ঞাপন চালানোর সুযোগ পাবেন। দর্শকও হয়তো টিভি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে ক্রিকেটে চোখ রেখেই ঈদের উৎসব কাটাবেন। কিন্তু চলতি ঈদে সব দিক বিবেচনা করে বিশ্বকাপের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন টিভি চ্যানেল মালিকরাই। আবার কেউ কেউ এটাকে টিভি চ্যানেল মালিকদের জন্য দারুণ একটি সুযোগ হিসেবেও দেখছেন। তাদের মতে, অনেক নির্মাণই থাকে যা সময়গত কারণে রোজার ঈদেই প্রচার করতে হবে। সেই সব নির্মাণ ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রভাবের অজুহাতে অনেক টিভি চ্যানেলই কম দামে কিনে নিতে পারবেন।

বিশ্বকাপে ছোটপর্দার ঈদ অনুষ্ঠানের প্রভাব নিয়ে ছোটপর্দার নির্মাতাদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি সালাউদ্দিন লাভলু বলেন, 'এটা তো অবশ্যই দুশ্চিন্তার। কারণ ক্রিকেট এই দেশের মানুষের কাছে খুবই প্রিয়। আমি নিজেও ক্রিকেটভক্ত। ছেলে-বুড়ো সবাই বাংলাদেশের খেলা হলে তাদের জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রিয় দেশ যখন বিশ্বকাপে খেলবে আবেগটাই থাকবে অন্যরকম। টিভিতে কী অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখবে সবাই। আর যেহেতু এটা বিশ্বকাপ তাই বাংলাদেশের খেলা ছাড়াও অন্য খেলাগুলো দেখতে চাইবেন অনেকে। তাই কিছুটা তো প্রভাব পড়েছেই।' শিল্পী সংঘের নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন শহীদুল আলম সাচ্চু। তিনি বলেন, 'আসলে এটা দুর্ভাগ্য যে ঈদ আর ক্রিকেটের বিশ্বকাপ একসঙ্গে পড়ে গেছে। কিছু করারও নেই অবশ্য। দুটোই চলবে পাল্লা দিয়ে। দর্শকের যখন যেটা ভালো লাগে তারা দেখবেন। কিন্তু ক্রিকেটের জন্য অনুষ্ঠান একেবারে দেখবেন না দর্শক সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। যার যে অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে তিনি কিন্তু সেটা দেখবেনই। একজন তারকার ভক্ত কিন্তু প্রিয় মানুষটির নাটকটি দেখবেনই। প্রভাব তো থাকবেই। সেটা কাটাতেও হবে।'

এদিকে ঈদ উপলক্ষে ছোটপর্দার বাজার বৃদ্ধি হয় দাবি করে টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি ইরেশ যাকের বলেন, 'ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রভাবের মধ্যেও অনেক ভালো যাবে ছোট পর্দার ঈদ অনুষ্ঠান এটা আমি মনে করি। সবাই আন্তরিক হয়ে চাইলে সবকিছুই ইতিবাচক রাখতে পারবো।'

এদিকে ছোটপর্দার পাশাপাশি বিশ্বকাপের প্রভাব দেখা যেতে পারে বড়পর্দায়ও। এমনটাই আশঙ্কা করছেন চলচ্চিত্রের মানুষজন। আসছে ঈদে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের জন্য এরই মধ্যে তিনটি সিনেমা চূড়ান্ত হয়েছে। মালেক আফসারী পরিচালিত 'পাসওয়ার্ড', সাকিব সনেটের 'নোলক' ও অনন্য মামুনের 'আবার বসন্ত' নামের ছবিগুলো আসছে ঈদে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে। এসব ছবিতে শাকিব খান, বুবলী, ববি, ইমন, স্পর্শিয়া, তারিক আনাম খান, মিশা সওদাগর, ডনসহ অনেক তারকা শিল্পী অভিনয় করেছেন। তবে সিনেমা হল মালিকরা আতঙ্কে ভুগছেন ক্রিকেট বিশ্বকাপের। সারা বছর ঈদকে ব্যবসার 'সুবর্ণ সময়' বলে মনে করেন সিনেমার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই। তাই সিনেমা হল মালিকসহ অনেক প্রযোজক, পরিচালক আশঙ্কা করছেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবার ঈদের ছবিগুলোতে ব্যবসায়িকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মধুমিতা সিনেমা হলের কর্ণধার ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ বলেন, খেলাটা তাৎক্ষণিক হলেও একটু না একটু প্রভাব পড়েই। আমি ঈদে শাকিব খানের 'পাসওয়ার্ড' ছবিটি চালাবো। দেখা যাক কী হয়। আশা করছি, দর্শক সিনেমা হলে ঈদের ছবি দেখতে আসবে।'

শাকিব খানের সাম্রাজ্যে আবার বসন্ত

বছরের দুই ঈদকে ঘিরেই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির পালে লাগে রঙিন হাওয়া। বড় বাজেটের ছবি মুক্তি দেয়ার হিড়িক পড়ে এ সময়। কয়েক বছর থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে বছরের সবচেয়ে ব্যবসা সফল ছবিগুলোর তালিকায় থাকে ঈদের ছবি। আগের বছরগুলোর মতো এ বছরও ঈদকে ঘিরে মুক্তির অপেক্ষায় বেশ কয়টি ছবি। সেই সঙ্গে এবারও থাকছে শাকিব খানের আধিপত্য। ঈদের ছবি নিয়ে লিখেছেন লিমন আহমেদ—

আসছে ঈদে কথা ছিল শাকিব খান অভিনীত তিনটি ছবি মুক্তি পাবে। সেগুলো হলো—'শাহেনশাহ', 'পাসওয়ার্ড' ও 'নোলক'। এছাড়া ঈদে মুক্তি পাবে অনন্য মামুন পরিচালিত আবার বসন্ত ছবিটি। শুধু এই তিনটি ছবিই নয়, ঈদে মুক্তির মিছিলে ছিল আরও কয়েকটি ছবি। এর মধ্যে ছিল নবাগত শান্ত খান-নেহা আমান্তি (কলকাতা) অভিনীত 'প্রেমচোর'। জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত রোশান-ববি অভিনীত 'বেপরোয়া'। তবে শেষ পর্যন্ত শাকিবের 'শাহেনশাহ'সহ ঈদের ছবির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে 'প্রেমচোর' ও 'বেপরোয়া'। এখন পর্যন্ত মুক্তির জন্য চূড়ান্ত 'পাসওয়ার্ড', 'নোলক' ও 'আবার বসন্ত'। আসছে ঈদে ঢাকাই সিনেমার উৎসব রঙিন হবে এই তিন ছবিতে।

বিনোদন

শাকিব-বুবলী জুটির 'পাসওয়ার্ড'

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নির্মাতা মালেক আফসারীর পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে শাকিব খান ফিল্মসের 'পাসওয়ার্ড' ছবিটি। ঈদুল ফিতরকে উপলক্ষ করেই এই সিনেমাটি নির্মাণের পরিকল্পনা করেন শাকিব। বিএফডিসিতে ও সারা দেশের বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে সিনেমাটির শুটিং করা হয়েছে। তুরস্কে হয়েছে ছবির গানের শুটিং।

এই ছবিতে শাকিবের বিপরীতে জুটি বেঁধেছেন উৎসবের নায়িকা বলে খ্যাতি পাওয়া শবনম বুবলী। এখানে আরও অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক ইমন। তাকে দেখা যাবে শাকিব খানের ছোট ভাইয়ের চরিত্রে। শাকিব খানের এসকে ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এ ছবি নিয়ে প্রচণ্ড রকমের আত্মবিশ্বাসী পরিচালক। তার মতে, এটি হবে ঈদের সেরা ছবি। মালেক আফসারি বলেন, 'শাকিব খান ও বুবলিকে নিয়ে ধামাকা দিতে এসেছি। এই ছবির সামনে অন্য কোনো ছবি দাঁড়াতেই পারবে না। আমার লক্ষ্য সবগুলো সিনেমা হলে ছবিটি মুক্তি দেয়া। সিনেমাটি দর্শকরা তিনটি কারণে দেখবে। যার প্রথম কারণ শাকিব খান, দ্বিতীয় কারণ আমি এবং তৃতীয় কারণ গল্প।'

অসম প্রেমের 'আবার বসন্ত'

অনন্য মামুন পরিচালিত 'আবার বসন্ত' সিনেমাটি এবারের ঈদের ছবি। ঈদের উৎসবে দর্শকরা উপভোগ করবেন তারিক আনাম খান ও অর্চিতা স্পর্শিয়ার ব্যতিক্রমী অভিনয়। ছবিতে দুই প্রজন্মের এ দুই শিল্পীকে জুটি বাঁধতে দেখবেন দর্শক। তারা অসমবয়সী প্রেমের রসায়ন ফুটিয়ে তুলবেন রুপালি পর্দায়। নির্মাতা অনন্য মামুন বলেন, 'কোনো ছবির মূল শক্তি হলো গল্প। আমার আগের ছবি থেকে পুরো নতুন ফর্মুলা ও গল্পের ছবি 'আবার বসন্ত'। পারিবারিক গল্পের ছবি এটি। এখানে একজন বৃদ্ধের শেষ জীবনের একাকিত্বের হাহাকার ছুঁয়ে যাবে দর্শকের মন।'

তারিক আনাম-স্পর্শিয়া ছাড়াও ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতু রাতিশ, করভী মিজান, মনিরা মিঠু, মুকিত জাকারিয়া, আনন্দ খালেদ, নুসরাত পাপিয়া প্রমুখ। গত ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল 'আবার বসন্ত' ছবির শুটিং। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ট্যাম মাল্টিমিডিয়া। ডিজিটাল পার্টনার লাইভ টেকনোলজিস লিমিটেড।

শাকিব-ববির সিনেমা 'নোলক'

'নোলক' পরিচালনা করেছেন সাকিব ইরতেজা চৌধুরী সনেট। এই ছবির প্রযোজকও তিনি। যদিও প্রথম দিকে পরিচালক ছিলেন রাশেদ রাহা। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রযোজক। ঈদে 'নোলক' ছবির মুক্তি প্রসঙ্গে সাকিব ইরতেজা চৌধুরী বলেন, 'ঈদে 'নোলক' মুক্তি পাচ্ছে, এটা নিশ্চিত। আগে কয়েকবার মুক্তির তারিখ পিছিয়েছে। আর পেছাতে চাই না। নায়িকা ববি বলেন, "ভালো ছবি হলে দর্শক দেখবেই। 'নোলক' তেমনই একটি ছবি। এর গল্প আলাদা। ছবির গান, গল্প, ট্র্যাজেডি, অ্যাকশন সবকিছুই দর্শকদের ভালো লাগবে। শাকিব খানের সঙ্গে এর আগে 'হিরো দ্য সুপারস্টার', 'রাজাবাবু', 'ফুল অ্যান্ড ফাইনাল', 'রাজত্ব' নামের ছবিগুলোতে অভিনয় করেছি। প্রতিটি ছবি ভালো চলেছে। আশা করি, এটিও সফল হবে। ছবি মুক্তির দিন হলে গিয়ে দর্শকদের মন্তব্য নেয়ার চেষ্টা করব।"

উৎসবের নায়িকা শবনম বুবলী

চলচ্চিত্রে পথচলা অল্প সময়ের হলেও সাফল্য তার ঈর্ষণীয়। যে কটি ছবি মুক্তি পেয়েছে, তার সবগুলোই পেয়েছে দর্শকপ্রিয়তা। নতুন নায়িকা হিসেবে এটাই বুবলীর বড় অর্জন। ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া 'বসগিরি' ছবির মাধ্যমে ঢালিউডে অভিষেক ঘটে বুবলীর। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ঈদে। মজার ব্যাপার হলো অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত বুবলী অভিনীত সাতটি ছবিই মুক্তি পেয়েছে ঈদ উৎসবে। আর তার অষ্টম ছবি 'পাসওয়ার্ড'ও মুক্তি পেতে যাচ্ছে এবার ঈদেই। লাকি সেভেন পার করে আসা এ নায়িকাকে সবাই এখন উৎসবের নায়িকা বলে ডাকছেন। এ বিষয়ে শবনম বুবলী বলেন, "আমি আসলে ঈদ কপালী। আমার সবগুলো ছবিই ঈদে মুক্তি পেয়েছে। 'পাসওয়ার্ড' ছবিটিও ঈদের ছবি। বিষয়টি আমার কাছে খুবই আনন্দের। এতে আমার ঈদের আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। যদিও ঈদের সময় কোথাও বের হওয়া হয় না তারপরও মনের ভিতর একটা অন্যরকম আনন্দ কাজ করে।" বুবলী অভিনীত এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলো হচ্ছে— 'বসগিরি', 'শুটার', 'অহংকার', 'রংবাজ', 'সুপার হিরো', 'চিটাগাইঙ্গা পোয়া নোয়াখাইল্যা মাইয়া' ও 'ক্যাপ্টেন খান'।

আসতে পারেন জিৎ-কোয়েল

এদিকে রোজা শুরু হতেই শোনা যাচ্ছে ঈদে বাংলাদেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে কলকাতার ছবি 'শুরু থেকে শেষ'। এই ছবির নায়ক কলকাতার সুপারস্টার জিৎ। প্রযোজকও তিনি। এতে দীর্ঘ দুই বছর পর জুটি বাঁধতে দেখা যাবে জিৎ ও কোয়েল মল্লিককে। ছবিটি কলকাতায় নির্মাণ হয়েছে রোজার ঈদ ঘিরে। একই সময়ে এটি সাফটা চুক্তিতে বাংলাদেশে আমদানি করবে শাপলা মিডিয়া। ঈদে শাপলা মিডিয়ার 'শাহেনশাহ' ছবিটি মুক্তি দেয়ার কথা ছিল। শাকিব খানের একাধিক ছবি মুক্তির মিছিলে থাকায় এই ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এ ছবির মুক্তিকে কেন্দ্র করে শাকিব খান ও শাপলা মিডিয়ার কর্ণধার সেলিম খান মানসিক দ্বন্দ্বেও জড়িয়েছেন। তাই নিজে পিছিয়ে গেলেও ঈদের বাজারের মাঠ একা শাকিবের ওপর ছাড়তে নারাজ শাপলার মালিক। শাকিবকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে ফেলতে তিনি আমদানি করে জিৎকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে চান। বর্তমানে শাপলা মিডিয়ার কর্ণধার সেলিম খান কলকাতায় অবস্থান করছেন। জিতের 'শেষ থেকে শুরু' ছবিটি আমদানি-সংক্রান্ত মিটিং সারছেন। তবে ছবির মুক্তির ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত হয়নি কিছু। কারণ ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে বিদেশের সিনেমা মুক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ঢাকায়। গত বছর ৯ মে হাইকোর্টে নিপা এন্টারপ্রাইজের পক্ষে প্রযোজক সেলিনা বেগম বাংলাদেশের উৎসবের সময়ে বিদেশি ছবি মুক্তির ওপর স্থগিত চেয়ে রিট আবেদন করেন। রিট নম্বর ৬২২৯। ১০ মে রিটকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী শফিক আহমেদ ও মাহবুব শফিক। সেদিনই হাইকোর্টের বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা ও পয়লা বৈশাখে যৌথ প্রযোজনা ও আমদানি করা ছবি মুক্তির ওপর স্থগিতাদেশ দেন। অভিযোগ আছে, সেলিম খানের উৎসাহেই এই মামলা করেছিলেন নিপা নামের ওই প্রযোজক। তিনি নাকি সেলিম খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এবার সেই আইনকে পাশ কাটিয়েই চেষ্টা তদবিরের শক্তিতে ঈদে বিদেশি ছবি মুক্তি দিতে চাইছেন শাপলা মিডিয়ার সেলিম খান।